

শিক্ষণিক কেনে জনদারি ছাড়াই সরকার দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষামন্ত্রী ড. এমদান ফারুকের সাম্প্রতিক সংবাদ সম্মেলনের আলোকে যেসব আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় পরিবর্তন আসছে সব স্তরে।

প্রথমত, সরকার নবম ও দশম শ্রেণীতে বর্তমানে মাধ্যমিক, বিজ্ঞান ও কবনায় শিক্ষার ত্রিমুখী ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সেখানে একমুখী বিশেষায়িত প্রবর্তন করবে। আগামী জানুয়ারি থেকেই এটি কার্যকর করা হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্ম ছাড়াও ভূগোল, ইতিহাস, সামাজিক বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ ইত্যাদি নব বিষয়ই পড়বে। দ্বিতীয়ত, ঘট থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের স্থলে এখন থেকে প্রতি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা হবে ৭০ নম্বরের- আগের মতো ১০০ নম্বরের নয়। ব্যক্তি ৩০ নম্বর শ্রেণী শিক্ষকরা সেবেন নিজস্ব দুস্বাধনের ভিত্তিতে।

এসএসসি পর্যায়ে ১০০ নম্বরের মাধ্যমিক মূল্যায়ন প্রণালীতে ৬০ নম্বরের, বাকি নম্বর থাকবে এমসিকিউ পদ্ধতির সমন্বিত প্রণালীরের জন্য। পরীক্ষা পদ্ধতির এ সংস্কার কার্যকর হবে ২০০৮ থেকে।

তৃতীয়ত, মাধ্যমিক স্তরের পঠনপুস্তক ও বিপণন পুরোপুরি বেসরকারি হাতে ওপার ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। ব্যাংক থেকে একাধিক লেনদেনের প্রতিটি পাঠ্যবই থাকবে।

দীর্ঘ ৪৬ বছর পর দেশের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল এ পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। ছাত্রবই এটি এক বিশাল কর্মসূচি। এ পদ্ধতি আর তিন মাস পরই দেশজুড়ে চালু করা হবে বলা হলেও শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা এখনও এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি কিছু জানেন না। শিক্ষকদের কিছুদিন পরে নতুন সিলেবাসে পাঠদান করতে হবে অথচ তাদের এ বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ নেই। নতুনত প্রকল্পের সময় পারবেন না তারা। প্রচলিত সংস্কারের নামে কেটি কেটি টাকা খরচ করা হলেও শিক্ষণ থাকতে কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

সমগ্রই কোন শক্তিশালী জনদারি না থাকা সত্ত্বেও সরকার ক্রম হ্রাস করে তার মেয়াদের একেবারে শেষ বর্ষে এসে এরপ একটি উদ্যোগ গ্রহণ করল তার কারণও অজ্ঞাত।

অনেক অভিভাবকও বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই গোনেনি বলে জানিয়েছেন। এরপ অবস্থায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আতঙ্কের কারণ বহুবিধ। বিশেষ করে নতুন পদ্ধতির জন্য এখনও পঠনপুস্তক নির্বাচন শেষ হয়নি- তবে তা মুদ্রণ হবে সেটাও কেউ জানে না। নবম শ্রেণীর ১৩টি বইয়ের জন্য পাঠ্যবই জমা পড়েছে ২১৯টি- অনুমোদন প্রক্রিয়া এখনও শুরুই হয়নি। যদিও শিক্ষামন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানুয়ারি থেকে পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এরকম অবস্থায় আগামী বছরের শুরুতে চরম পঠনপুস্তক সমস্যা তৈরি হবে এবং কবনটীরা শিক্ষার্থীদের জিহ্বা করে এ থেকে ফসাদ তুলবেন। বই

# মাধ্যমিক শিক্ষা : মডেল প্রশ্ন কয়েকশ' কোর্সে নিজে করে যাচাই কর

আলতা

অনুমোদন প্রক্রিয়া নিয়েও দুর্নীতি শুরু হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকাশকদের বক্তৃতা একটি অংশ জানিয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে ভুলেও। কারণ প্রতি বিষয়ে যেহেতু ৯/১০টি বই থাকবে কাজের নে কারণে প্রকাশকরা শিক্ষার্থীদের বই কিনতে প্রভাবিত করার জন্য শিক্ষকদের ব্যবহার করতে চাইবেন। কোন ফুল কোন বই পড়বে এ নিয়ন্ত্রণের মানেজমেন্টও কেন্দ্র দোষা দেয়া বিচিত্র নয় জানুয়ারি থেকেই তীব্র রূপ নেবে এ সমস্যা।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্কের বিস্তার কারণ হলো, ৩০ নম্বরের ক্রান্তিভিত্তিক মূল্যায়ন প্রণালী কারণে এক থেকে শিক্ষকদের নমোভ্রম করে চলতে হবে শিক্ষার্থী। অভিভাবকদের ৮ এর ফলে কোটিং ব্যবস্থার আরও প্রসারিত হবে (যে কোন পাঠ্য) নম্বর- ৫২=

ns are -  
very - sweet.  
the - girl in her class  
a lion was sleeping -  
is sitting beside the  
কোন চরটি বাক্যকে Negative  
নম্বর-৪  
to school everyday.  
me very rich.  
elp you.  
milk and vegetables.  
nd of sweets.  
ck has a tail like a fan.  
pen.  
যে কোন পাঠ্য) নম্বর- ৫২=

h. My mother  
১০. নিচের বাক্য  
পরিণত কর।  
a. Rana gets  
b. Bangladesh  
c. They are  
d. He was happy  
e. It was raining  
f. Aleya is  
g. Jahid gets  
১১. ইংরেজিতে  
৫২-১০  
ক. আমি পড়ি  
খ. এখন সময়  
গ. আমার বয়স  
ঘ. গ্রাম আমার  
ঙ. আমি ঢাকা  
চ. মেঘনা বড়  
ছ. আমার একটি  
জ. গোকেলা বই  
১২. Write a  
granting the  
অর্থ  
১০টি বাক্য  
Paragraph



শিক্ষণিক কেনে জনদারি ছাড়াই সরকার দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষামন্ত্রী ড. এমদান ফারুকের সাম্প্রতিক সংবাদ সম্মেলনের আলোকে যেসব আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় পরিবর্তন আসছে সব স্তরে।

সমগ্রই কোন শক্তিশালী জনদারি না থাকা সত্ত্বেও সরকার ক্রম হ্রাস করে তার মেয়াদের একেবারে শেষ বর্ষে এসে এরপ একটি উদ্যোগ গ্রহণ করল তার কারণও অজ্ঞাত।

অনেক অভিভাবকও বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই গোনেনি বলে জানিয়েছেন। এরপ অবস্থায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। আতঙ্কের কারণ বহুবিধ। বিশেষ করে নতুন পদ্ধতির জন্য এখনও পঠনপুস্তক নির্বাচন শেষ হয়নি- তবে তা মুদ্রণ হবে সেটাও কেউ জানে না। নবম শ্রেণীর ১৩টি বইয়ের জন্য পাঠ্যবই জমা পড়েছে ২১৯টি- অনুমোদন প্রক্রিয়া এখনও শুরুই হয়নি। যদিও শিক্ষামন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানুয়ারি থেকে পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এরকম অবস্থায় আগামী বছরের শুরুতে চরম পঠনপুস্তক সমস্যা তৈরি হবে এবং কবনটীরা শিক্ষার্থীদের জিহ্বা করে এ থেকে ফসাদ তুলবেন। বই

## গতামূলক পরীক্ষা

ক) ১০টি, খ) ১২টি, গ) ১৪টি, ঘ) ১৮টি  
১৫. বাংলাতে 'দোষবৃক্ষ' নিয়ামত' বলে  
অভিহিত করেন কে?  
ক) ইবনে বতুতা, খ) সিকান্দার শাহ  
গ) ভাস্কোদা-গামা, ঘ) ফা-হিয়েন  
১৬. বাংলাদেশ-চীন পঞ্চম মৈত্রী সেতু  
কোন নদীর উপর?  
ক) ব্রাহ্মপুত্র, খ) পদ্মা  
গ) তিস্তা, ঘ) গাব্বান  
১৭. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ  
বাংলাদেশের-কততম রাষ্ট্রপতি?  
ক) ১৭তম, খ) ১৮তম  
গ) ১৯তম, ঘ) ২০তম  
১৮. ওয়েবসাইটে চালুকৃত প্রথম বাংলা  
চলচ্চিত্র কোনটি?  
ক) জয়যাত্রা, খ) দুই দুয়ারী